দৈনিক বাংলা

21

তারিখ ... 15 AUG 1991
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে বৃষ্টির মত গুলি ঃ আহত ৩০

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

চট্টগ্রাম, ১৪ই আগস্ট।– আজ ভোরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগত একদল সশস্ত্র যুবকের হামলায় ৩০ জন ছাত্র আহত হয়। আহতদের মধ্যে ১২ জনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৪ জনের অবস্থা গুরুতর। আহতদের অধিকাংশই ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতা, কর্মী ও সমর্থক।

বুলেটবিদ্ধ লোক প্রশাসন তৃতীয় বর্ষের ছাত্র বেলায়েত হোসেন, শাহজালাল হল ছাত্র শিবিরের সভাপতি শহীদুল ইসলাম, খলিলুর রহমান ও একরামুল হকের অবস্থা আশংকাজনক। এদের মধ্যে বেলায়েত হোসেনের শরীরে ৭টি বুলেট বিদ্ধ হয়েছে। খলিলুর রহমানের বুক দিয়ে একটি বুলেট ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান ঃ ৩০/৩৫ জনের একদল সশস্ত্র যুবক কাটা রাইফেল, ষ্টেনগান ও পাইপগান নিয়ে এক নম্বর গেইট দিয়ে প্রবেশ করে। এরা তিন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে শাহজালাল হলের সামনে ও পেছন, দক্ষিণ ক্যাম্পাসের লিচুবনের ভেতরে এবং সোহরাওয়ার্দী হলের মোড়ে অবস্থান নেয়। সশস্ত্র দুষ্কৃতকারীরা অতর্কিতে বোমা বর্ষণ শুরু করে এবং বৃষ্টির মত গুলি ছুড়তে থাকে। এতে

(শেষ পৃঃ ৫–এর কঃ দ্রঃ)।

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আতংক ছড়িয়ে পড়ে এবং চারদিক প্রকম্পিত হয়ে উঠে।

সরকারী সূত্রের মতে পাঁচশ রাউন্ড গুলি বর্ষিত হয়। এই গুলিবর্ষণে একরামুল হক, আবু সাদেক, নাসির–উদ্দীন, ইয়াহিয়া, শামসুল আলম প্রমুখ আহত হন।

অপরদিকে একদল সশস্ত্র যুবক সকাল সোয়া সাতটার দিকে যে সাটল ট্রেনটি চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে যায় ফতেহাবাদে তার উপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা সেখান থেকে চারজন ছাত্রকে অপহরণ করে নিয়ে যায় ও পরে নির্যাতন করে তাদের ছেড়ে দেয়। সকাল সাড়ে নয়টায় অপর একটি ট্রেনেও হামলা চালানো হয়। সশস্ত্র যুবকরা গুলিবর্ষণ করে চলে যাবার সময় ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের কয়েকটি রাইফেল নিয়ে যায়।

এই ঘটনার পর সমগ্র চট্টগ্রামে এক ভীতিজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

প্রশাসনের একটি সূত্র জানিয়েছে, গত ১২ই আগস্ট ভোররাতে অস্ত্রধারী যে ৩টি গ্রুপ চট্টগ্রামে ঢুকেছিল তারাই আজকের এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত।

আমাদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানানঃ বিকালে স্থানীয় প্রেস ক্লাবে ইসলামী ছাত্র শিবির এক সাংবাদিক সম্মেলনে আজকের এই ঘটনার জন্য আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগকে দায়ী করে।

শিবির নেতৃবৃন্দ দাবী করেছে, মদনহাট ও ফতেহাবাদের সন্ত্রাসীরা আবার ও ত্রাস সৃষ্টির প্রস্তুতি নিচ্ছে। সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবীতে ছাত্র শিবির কর্মীরা বিকাল ৩টায় এসপির অফিস ঘেরাও করে।

এদিকে, গোলযোগের আশংকায় বিপুলসংখ্যক ছাত্র–ছাত্রী হল ত্যাগ করে। তবে হলে এখনও কিছু সংখ্যক ছাত্র রয়েছে। আজ কোন ক্লাস হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার অবস্থা থম–থমে। বিডিআর ও পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাহাড়া দিচ্ছে।